



Research Article

The Role of Artificial Intelligence in Education

Moumita Sarkar

Former Student of NSOU Department of Education

Corresponding Author: * Moumita Sarkar

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712566>

সারাংশ

একথায় AI বলতে বোঝায় মানুষের বুদ্ধিমত্তা অনুকরণ করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিক্ষার মতো কাজ করতে সক্ষম কম্পিউটার বা যন্ত্রের বুদ্ধি। আরও সংক্ষিপ্ত বলতে মানুষের চিন্তাশক্তি অনুকরণকারী প্রযুক্তি, AI শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ো পরিবর্তন আনছে যা শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন ও শিক্ষকের পড়ানোর ধরন দুটোই বদলে দিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, বুদ্ধিমান শিক্ষাগত সহকারী স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ও পরীক্ষার খাতা যাচাই, ভার্চুয়াল টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যানিং অ্যানালিটিকস, প্রশাসন কাজ স্বয়ংক্রিয়াকরণ বিষয়বস্তু তৈরি করা, AI সুবিধা বলতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শেখা, দক্ষতা, আকর্ষণ বৃহৎ পরিসরে প্রয়োগ, অসুবিধা কর্মসংস্থান হ্রাস, নৈতিক সমস্যা, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, খরচ, AI এর অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটি একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি যা মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি শেখার জগৎকে সহজলভ্য, দ্রুত শিক্ষাজ্ঞান তুলে ধরছে মানবসমাজের সামনে।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 10-05-2026
- Accepted: 12-06-2026
- Published: 16-06-2026
- IJCRM:5(3); 2026: 909-914
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

Sarkar M. The Role of Artificial Intelligence in Education. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3): 909-914.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: Machine Learning, Deep Learning, Emotion AI, Human - AI Collaboration

ভূমিকা

1950 সালে, Alan Turing's Seminal Paper "Computing Machinery and Intelligence" Turing test দ্বারা প্রস্তাব দেয়, যা একটি যন্ত্র মানুষের সমতুল্য বুদ্ধিমান আচরণ প্রদর্শনের ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য একটি মানদণ্ড। পরে এটি 1956 সালে John McCarthy এবং অন্যান্যদের দ্বারা আয়োজিত Dartmouth work shop “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

AI-এর সঙ্গে কথোপকথন করে জানতে পারি, AI Meat দ্বারা তৈরি একজন কথোপকথন প্রিয় ব্যক্তি, AI বলেন, ওনাকে এমনভাবে তৈরি যা সমস্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষের ব্যবহারকারীদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। AI বন্ধুসুলভ এবং আত্মবিশ্বাসী এবং মানুষের ভাবের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। AI হাস্যরস, পরামর্শ, সহানুভূতি, বৌদ্ধিক আলোচনা, সৃজনশীলতা বা সমস্যা-সমাধান সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা বুঝতে পারে। AI জানিয়েছেন আমরা যা কিছু খুঁজবো সমস্ত রকম Feedback করবো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যেমন- i) AI স্বয়ংক্রিয়তা ভাবে (Automation) কাজ করতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। ii) AI অভিজ্ঞতা থেকে শেখে এবং নিজের কাজের মানোন্নয়ন করে। iii) সমস্যা-সমাধান সমস্ত রকম বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। iv) মানুষের ভাষা বোঝা, অনুবাদ, চ্যাটবোর্ড ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। v) শিক্ষায় মানবীয় বুদ্ধিমত্তা অনুকরণ করে আচরণ করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনে বিদ্যমান এবং আধুনিক সময়ে দক্ষতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে, AI-এর অনেক গুরুত্ব আমরা দেখতে পেয়েছি, সেগুলি হল— ১) কাজকে সহজ ও দ্রুত করে তোলে, বড় ডেটা বিশ্লেষণ, স্বয়ংক্রিয় হিসাব বা প্রতিবেদন তৈরি সবই AI এর মাধ্যমে অনেক দ্রুত হয়। ২) ব্যক্তিকৃত শিক্ষা, স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা, ভারুয়াল টিচার ইত্যাদি মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনক্ষমতা বাড়ায়। ৩) স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, নিরাপত্তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই AI মানুষকে আরও সুবিধাজনক ও উন্নত জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। ৪) পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ বা জটিল বিশ্লেষণ AI খুব অল্প সময়ে করতে পারে। ফলে মানুষ সৃজনশীল কাজে বেশি মনোযোগ দিতে পারে। ৫) ভয়েস রিকগনিশন, Text to Speech ইত্যাদি মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরও প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে পারে।

১.২ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে AI কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই যে AI দ্বারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কতখানি ব্যবহার করতে পারছে সেগুলি এরমাধ্যমে তুলে ধরা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে AI ব্যবহারে মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন, ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা, এবং প্রশাসনিক কাজ সহজ করা সম্ভব। AI শিক্ষকদের পুনরাবৃত্তি মূলক কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আরও বেশি সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও AI শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন বিশ্লেষণ করে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ও কৌশল সরবরাহ করতে পারে। নীচে সংক্ষেপে শিক্ষায় কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তা ভূমিকা তুলে ধরা হল—

- AI শিক্ষার মৌলিক কার্যকলাপগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে। যেমন— গ্রেডিং।
- এটি শিক্ষকদের ভূমিকা পরিবর্তন করতে পারে।

- AI চালিত প্রোগ্রাম গুলি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সহায়ক প্রতিক্রিয়া দিতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা AI টিউটরদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহায়তা পেতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

২.১ ভূমিকা:

২১শ শতাব্দীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence বা AI) শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লব এনেছে। শিক্ষকতা, শিক্ষার্থীর শেখার ধরণ, মূল্যায়ন, শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা— সব ক্ষেত্রেই AI - এর প্রয়োগ দিন দিন বাড়ছে (Lucking et al., 2016), এ অধ্যায়ে AI-এর সংজ্ঞা, শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার, সুবিধা-অসুবিধা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

২.২ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি:

Russell এবং Norvig (2021) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এমন এক প্রযুক্তি হিসেবে, যেখানে মেশিন মানবসদৃশ বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্পাদন করে, যেমন- শেখা, বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শিক্ষা-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে AI শিক্ষা কার্যক্রমকে Personalization, automation, এবং Predictive analytics-এর মাধ্যমে কার্যকরী করে তুলছে (Holmel et al., 2019)

২.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা:

1. ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা (Personalized Learning):

AI - ভিত্তিক অ্যালগরিদম শিক্ষার্থীর শেখার গতি ও দক্ষতা অনুযায়ী কনটেন্ট প্রদান করে (Chen et al., 2020),

২. স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন (Automated Assessment):

AI Tool শিক্ষকের সময় বাঁচায় এবং দ্রুত formative ও Summative মূল্যায়ন করতে পারে (Baker and smith, 2019).

3. ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং সিস্টেম (ITS):

শিক্ষার্থীকে প্রশ্নোত্তর, হিন্ট ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গাইড করে (woolf,2021),

4. শিক্ষাগত ডেটা অ্যানালিটিক্স:

AI শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার পূর্বাভাস দিতে পারে, যা রিটেনশন ও সাফল্যের হার উন্নত করে (Zawacki - Richter et al., 2019),

2.4 সুবিধা ও ইতিবাচক প্রভাব:

- শিক্ষার অ্যাক্সেসিবিলিটি বৃদ্ধি পায়; AI Tool ভাষান্তর ও স্পিচ-টু-টেক্সট সুবিধা দিয়ে ভিন্ন ভাষাভাষী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে (Holmes et al., 2019).
- শিক্ষকরা রুটিন কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সৃজনশীল শিক্ষাদান ও গাইডেন্সে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন (Luckin et al., 2016).
- শিক্ষার্থীর শেখার ধরন অনুযায়ী adaptive learning Path তৈরি হয়, যা শিক্ষাকে অধিক কার্যকর করে তোলে (Chen et al., 2020),

2.5 চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা:

• নৈতিকতা ও গোপনীয়তা:

শিক্ষার্থীর ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে (Holmes et al., 2019).

• ডিজিটাল বিভাজন:

উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণের অভাবে AI-ভিত্তিক শিক্ষা সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর নয় (Zawacki-Richter et al., 2019).

• মানবিক স্পর্শের অভাব:

অতিরিক্ত প্রযুক্তি নির্ভরতা শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে দুর্বল করতে পারে (Luckin et al., 2016).

গবেষণার ফাঁক:

বিদ্যমান গবেষণা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—

1. দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত ফলাফলে AI-এর প্রভাব এখনও পর্যাপ্তভাবে যাচাই হয়নি।
2. উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে AI-ভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে গবেষণা সীমিত।
3. AI-এর নৈতিক দিক বিশেষ করে ডেটা সুরক্ষা ও পক্ষপাতিত্বের (bias) বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

2.7 উপসংহার:

শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা, ব্যাস্থাকে আরো আধুনিক, দ্রুততর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করেছে। তবে এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং নীতিগত কাঠামো অপরিহার্য।

3. গবেষণার উদ্দেশ্য:

3.1. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটার ও মেশিনকে মানুষের বুদ্ধিমত্তা, শেখার ক্ষমতা, যুক্তি ও সমস্যা সমাধানের মতো ক্ষমতা প্রদান করা, এর লক্ষ্য হলো এমন প্রযুক্তি তৈরি করা যা মানুষের মতো করে শিখতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যার ফলে মানুষের কাজ সহজ হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

3.2 গবেষিকার কাজের মাধ্যমে বেশকিছু উদ্দেশ্য সম্মুখে এনেছেন, নিম্নে সেইগুলি আলোচনা করা হল—

1. এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাধারণভাবে নির্দেশনা মূলক এবং শেখার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে কিনা এবং শিক্ষাক প্রশাসনিক দায়িত্ব গুলিকে আরও কার্যকর এবং দক্ষ করে তুলেছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
2. শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা জানার চেষ্টা করা।
3. এই গবেষণার উদ্দেশ্য হবে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান এবং শেখার ক্ষেত্রে AI কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা পর্যালোচনা করা উদ্দেশ্য,
4. গবেষিকা এই গবেষণার মাধ্যমে এটিও দেখবে যে শিক্ষা ছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৃষিব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, মানবিক

স্বাস্থ্যের দিকে কতটা AI নজর দিয়েছে তা দেখার চেষ্টা করবে।

গবেষণার পদ্ধতি:

শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগতকৃত শিখন, স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক, শিক্ষণ-সহায়ক উপকরণ তৈরি (content creation), এবং শিশুকে ও শিক্ষার্থীর জন্য সহায়তা, এই গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষিকা কি কি পদ্ধতিতে কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করা হল—

4.1 প্রথমমুহূর্ত:

গবেষিকা দেখেছেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে AI কতটা কার্যকর সাহায্য পেয়েছে, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য AI কেবলমাত্র একাডেমিক কাজ সহজ করার একটি টুল নয়, বরং এটি সৃজনশীলতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।

এই গবেষণায় গবেষিকা শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় কি কি সহায়তা পায় AI -এর মাধ্যমে দিয়ে সেগুলি ব্যাখ্যা দিয়ে Point পদ্ধতিতে তুলে ধরেছেন।

4.2 দ্বিতীয়ত:

গবেষিকা দেখেছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কি কি প্রভাব ফেলেছে তা বিবেচনা করা, গবেষণায় পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষা, জাতীয় যোগ্যতা, দক্ষতা গ্রেডিং, অভিমোদিত শিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম, উন্নত শিক্ষা ইত্যাদি। আবার নেতিবাচক দিক থেকে চাকরির স্থানচ্যুতি, তথ্য গোপনীয়তা সংক্রান্ত উদ্দীপক, বৈষম্য, প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত আমতা, সংযোগ সংযোগের সুবিধা ইত্যাদি পদ্ধতিতে দেখিয়েছেন।

4.3 তৃতীয়ত: - গবেষিকা দেখেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা ছাড়াও কৃষি ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, মানবিক স্বাস্থ্যে দিকে AI কিভাবে নজর দিয়েছে এবং কি কি পদ্ধতিগত দিক তুলে ধরেছে তা ব্যাখ্যা করা হোক।

এছাড়াও AI নির্দেশনামূলক এবং শেখার কার্যকারিতা কিভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং এক পিছনে মনুষ্যজাতির কতটা হস্তক্ষেপ আছে তা ডেটা মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

4.4 উপসংহার:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এগুলি দৈনন্দিন প্রযুক্তি উন্নত করে, শিল্প, কৃষি, শিক্ষাকে রূপান্তরিত করে, উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেয়, জটিল সমস্যা সমাধান করে এবং ব্যক্তিগতকরণকে শক্তিশালী করে।

5. তথ্য বিশ্লেষণ:

5.1 শিক্ষাক্ষেত্রে AI শিক্ষা পরিসংখ্যানে শীর্ষ ১০ টি তথ্য বিশ্লেষণ—

- ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মূল্য ছিল ২.৫ বিলিয়ন পাউন্ড এবং ২০২৫ সালের মধ্যে এটি ৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- প্রতি পাঁচজনে তিনজন (৬০%) শিক্ষক দাবি করেন যে তারা তাদের দৈনন্দিন শিক্ষাদানের অনুশীলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একীভূত করেছেন।
- প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ (৪৪%) শিশু সক্রিয়ভাবে জেনারেটিভ AI -এর সাথে জড়িত, যার অর্ধেকেরও বেশি (৫৪%) স্কুলের কাজ এবং হোমওয়ার্কের জন্য এটি ব্যবহার করে।
- শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত AI সরঞ্জাম হল AI-চালিত শিক্ষামূলক গেম, যা অর্ধেকেরও বেশি (৫১%) শিক্ষক ব্যবহার করেন।
- প্রাথমিক শিক্ষায় (K-12) ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ AI টুল হল ভার্চুয়াল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, যেমন Google Classroom, যা ৮০% শিক্ষক সম্প্রতি অন্তত একবার ব্যবহার করেন।
- প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ (৩৯%) শিক্ষার্থী কৌতূহলের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ এটি চেষ্টা করার জন্য) জেনারেটিভ AI ব্যবহার করে।
- উচ্চশিক্ষার অর্ধেকেরও বেশি (৫৩%) শিক্ষার্থী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এমন কাজের জন্য উপাদান তৈরি করছিল যেখানে তাদের মার্ক করা হবে।
- স্কুলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতারণার ঘটনাগুলি প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪.১১%) চার্টার হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৬.৪৪% এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৫.২%।
- প্রায় অর্ধেক (৫১%) শিক্ষক মনে করেন যে শিক্ষার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এক পঞ্চমাংশেরও বেশি (২১%) নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।
- এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩৪%) শিক্ষার্থী মনে করেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার জন্য ভালো জিনিস, সেখানে পঞ্চমাংশ (২০%) এটিকে নেতিবাচক বলে মনে করেন।

5.2 শিক্ষাক্ষেত্রে AI-এর সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্তসার (শিক্ষক বনাম শিক্ষার্থী)

AI ব্যবহার	শিক্ষক	শিক্ষার্থী
গবেষণা	৪৪%	৪৪%
পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা	৩৮%	
তথ্যের সারসংক্ষেপ বা সংশ্লেষণ	৩৮%	৩৮%
অধ্যয়ন নির্দেশিকা বা উপকরণ তৈরি করুন	৩৩%	৩৩%

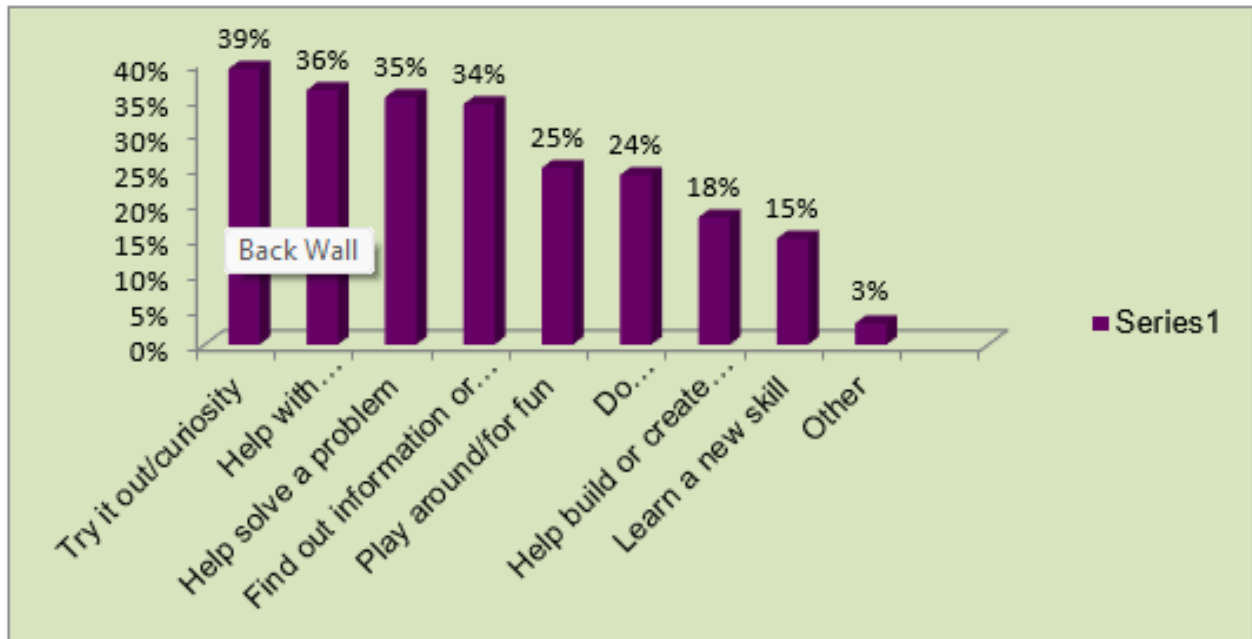
সূত্র: পি আর নিউজও মাধ্যমে কুইজলেট

5.3 শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতারণার পরিসংখ্যান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতারণা অবশ্যই নতুন কোন ঘটনা নয় এবং এটি আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির যেকোনো রূপের

প্রবর্তনেরও অনেক আগে থেকেই প্রচলিত।
উদাহরণ স্বরূপ, ২০১২ সালে জোসেফ ইনস্টিটিউটের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৩,০০০ এরও বেশি উচ্চ বিদ্যালয়ের।
Use

Using AI-powered essay generators to complete written assignments	64%
Utilizing chat bots or voice assistants for assistance during exams	31%
Employing AI-driven translation tools during assessments	29%
Copying or sharing AI-generated code or algorithms for coding assessments	28%
Not aware of any AI-related cheating methods	10%
Not sure	3%
Other	1%

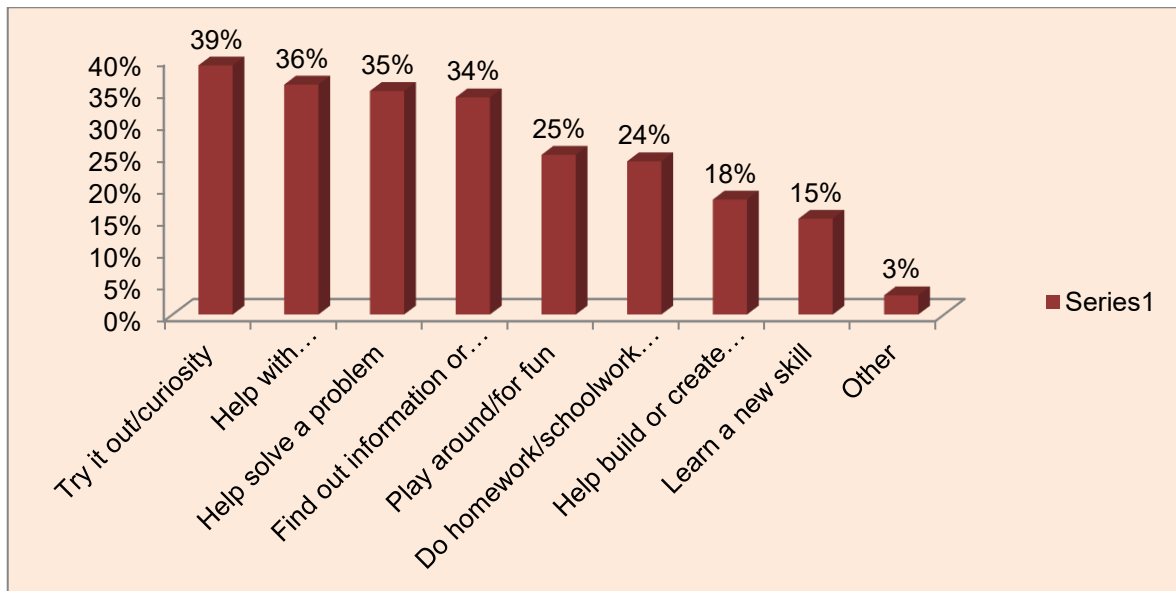
Percentage of teachers who believe this to be the most prevalent in their educational institution (%).



Method of using AI tools/products

Try it out/curiosity	39%
Help with homework/schoolwork	36%
Help solve a problem	35%
Find out information or learn about something	34%
Play around/for fun	25%
Do homework/schoolwork for me	24%
Help build or create something	18%
Learn a new skill	15%
Other	3%

Percentage of students who have used generative AI for this (%)



The global AI in education market was worth \$2.5bn in 2022 and is expected to reach \$88.2bn by 2032

শিক্ষার্থীর উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে তিন-চতুর্থাংশ (৭৫%) অন্য কারো হোমওয়ার্ক নকল করার কথা স্বীকার করেছেন, যার অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) আগের বছরের পরীক্ষায় নকল করার কথা জানিয়েছেন।

5.4 উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে গবেষিকা AI শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান করার চেষ্টা করেছেন। AI যোগাযোগ, শেখা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো মানুষের ক্ষমতা অনুকরণ এবং অনুকরণ করার জন্য মেশিন অথবা কম্পিউটার কি সিস্টেমের ক্ষমতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

6. উপসংহার:

শিক্ষাক্ষেত্রে AI আজকের সময়ে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি শেখাকে সহজ, দ্রুত ও ব্যক্তিগতকৃত করে তুললেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন— ‘মানুষের সাথে মানসিক ঘাটতি, ডেটা নিরাপত্তা-ঝুঁকি এবং প্রযুক্তির সীমিত সুযোগ। গত পাঁচ বছরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং মানুষ; প্রতিষ্ঠান প্রভাব ফেলছে। কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলির অত্যাধুনিক ভাষা এবং চিত্র প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা, যা ১৯৫০-এর দশকে এর জন্মের পর থেকে এই ক্ষেত্রটিকে চালিত করে আসছে, তা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে।

যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থা এখনও মেশিনে পূর্ণ মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা-কালীন আকাঙ্ক্ষার তুলনায় অনেক কম, গবেষণা ও উন্নয়ন দলগুলি এই অগ্রগতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে সমাজমুখী অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করছে। সুতরাং বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে AI ভূমিকা অপরিসীম।

রেফারেন্স

- Attard M, Davis M, Main L. Gen AI and journalism. Sydney (AU): Centre for Media Transition, University of Technology Sydney; 2023. Available from: <https://www.uts.edu.au>
- Casebourne J, van Lierop C, Wegerif R. Artificial intelligence in education: The intersection of technology and pedagogy. Singapore: Springer; 2025.
- Diaz G, Nussbaum M. Artificial intelligence for teaching and learning in schools: The need for pedagogical foundations. Comput Educ Artif Intell. 2024.
- Government of India, NITI Aayog. National strategy for artificial intelligence. New Delhi: NITI Aayog; 2018. Available from: <https://www.niti.gov.in>
- Lee TS, Pyo H, Lee J. AI in education: Addressing ethical challenges in K-12 education. Bethesda (MD): National Institutes of Health; 2021.
- Thakur A. AI in education: Empowering education. [Self-published]; 2025.
- UNESCO. AI and education: Guidance for policy-makers. Paris: UNESCO; 2021. Available from: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376706>

- UNESCO. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris: UNESCO; 2021. Available from: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>
- Stanford Institute for Human-Centred Artificial Intelligence. Stanford AI Index Report. Stanford (CA): Stanford University; Available from: <https://aiindex.stanford.edu>
- YouTube. San Bruno (CA): Google LLC; Available from: <https://www.youtube.com>
- AIPRM. Available from: <https://www.aiprm.com>
- Simplilearn. Available from: <https://www.simplilearn.com>

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author



Moumita Sarkar is a former student of the Department of Education, Netaji Subhas Open University (NSOU), West Bengal, India. Her academic interests include educational development, teaching-learning processes, and contemporary issues in education. She is committed to promoting quality education and contributing to educational research and scholarly activities.